প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন

গণসাক্ষরতা অভিযান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে লাইব্রেরি স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য প্রণীত সহায়ক শিক্ষা-সামগ্রী

প্রকাশক

গণসাক্ষরতা অভিযান

৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭

ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-৩২, ৯১৩০৪২৭

ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২

ইমেইল : info@campebd.org

ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd
www.twitter.com/campebd

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০১৮

অক্ষর বিন্যাস

মোকছেদুর রহমান জুয়েল

গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মুদ্রণ

এভারগ্রীণ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

স্বজন টাওয়ার-২, ৩ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন

উন্নয়ন

আবু রেজা

উর্মিলা সরকার

সম্পাদনা

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

অর্চ্চনা সাহা

ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, মানিকগঞ্জ

তপন কুমার দাশ

উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

গণসাক্ষরতা অভিযান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

শুভেচ্ছা বাণী

প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে, জেন্ডার সমতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে এবং ঝরে পড়ার হারও কমে এসেছে। তবে এ অবস্থার আরো উন্নয়ন প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ২১টি ইউনিয়নে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এ কর্ম-অভিজ্ঞতার আলোকে 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিপদে-আপদে বেঁচে থাকা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসিসহ স্থানীয়দের যা জানা দরকার', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন' ও 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি' শীর্ষক ৪টি সহায়ক উপকরণ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি গণসাক্ষরতা অভিযানকে ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি, এসব শিক্ষা-সামগ্রী সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট আরো অনেকে অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের এমন উদ্ভাবনী কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা রইল। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায়ও সরকারি-বেসরকারি পার্টনারশীপে এ ধরনের উদ্যোগ চালু হবে বলে আশা করছি।

এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

শুভেচ্ছা বাণী

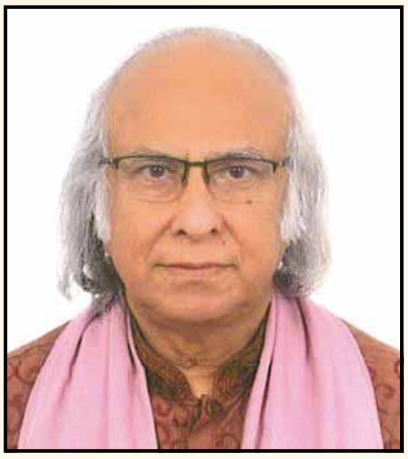

প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধন। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিশুকে ভালো-মন্দ বুঝতে শেখানো, সততা ও নৈতিকতা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে এসব উদ্দেশ্য অর্জনে সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিছু কিছু সম্পূরক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন এ সকল কার্যক্রম ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকেই সমর্থন অর্জন করেছে।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ২১টি ইউনিয়নে উপর্যুক্ত লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সরকারের নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনার আলোকে বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে গৃহীত কতিপয় কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাসমূহ নিয়ে 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিপদে-আপদে বেঁচে থাকা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসিসহ স্থানীয়দের যা জানা দরকার', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন' শীর্ষক ৪টি সহায়ক উপকরণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুশী হয়েছি।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বর্ণিত প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য অর্জনে এ উপকরণসমূহ সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের যে সকল কর্মকর্তা এই উপকরণসমূহ উন্নয়নে অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহে এই উপকরণগুলো ব্যবহৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আশা করি, আগামীতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সহায়তায় এ সকল উপকরণ মূলধারার বিদ্যালয়সমূহে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
পিকেএসএফ

মুখবন্ধ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০১০ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বাংলাদেশের নির্বাচিত ২০২টি ইউনিয়নে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে **সমৃদ্ধি** শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে নানাবিধ কাজ করছে।

এ কর্মসূচির আওতায় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করে তাদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা, সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার সব শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গৃহীত হয়েছে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প।

শিক্ষা নিয়ে কর্মরত ১৭টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে গণসাক্ষরতা অভিযানের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্প ১ মে ২০১৮ তারিখে শুরু হয়ে পরবর্তী ছয় মাস চলমান থাকবে। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে নির্বাচিত ১২টি জেলার ২১টি ইউনিয়নের ৩০০টি বিদ্যালয়ের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন এ সকল কার্যক্রম ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই প্রশংসিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে গৃহীত কতিপয় কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাসমূহ নিয়ে 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিপদে-আপদে বেঁচে থাকা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসিসহ স্থানীয়দের যা জানা দরকার', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন' শীর্ষক ৪টি সহায়ক উপকরণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহে এসব উপকরণ ব্যবহৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আশা করি, সরকারের সহায়তায় এ উপকরণসমূহ মূলধারার বিদ্যালয়গুলোতে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

এ উপকরণসমূহ উন্নয়নে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে এ উপকরণসমূহ সহায়ক হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ কার্যক্রমের ফলে ইতোমধ্যেই ভর্তির হার বেড়েছে, ঝরে পড়ার হার কমে এসেছে, সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণও সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তবে প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য নিরসনসহ সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখনও কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিদ্যালয়গুলোতে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণসহ সকলকেই সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের অংশগ্রহণেই নিশ্চিত হতে পারে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকারকে সহায়তা করার লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ-এর সহায়তায় পরিচালিত 'অভিযাত্রা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ১৭টি পার্টনার এনজিও'র মাধ্যমে নির্বাচিত ২১টি ইউনিয়নের ৩২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু সহায়তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি' গঠনপূর্বক প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি গণসাক্ষরতা অভিযানও নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এতদুদ্দেশ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত সন্নিবেশন করে 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিপদে-আপদে বেঁচে থাকা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসিসহ স্থানীয়দের যা জানা দরকার', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন' এবং 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি' শীর্ষক ৪টি উপকরণ পরীক্ষামূলকভাবে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করি, এসব উপকরণ সংশ্লিষ্ট মহলে বিতরণ করা হলে সকলেই উপকৃত হবেন।

এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে এ উদ্যোগে সহায়তা করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আশা করছি, এ উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচির সুফল পৌঁছে যাবে সর্বত্র, সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো মূলধারার বিদ্যালয়সমূহে এই অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে যাবে, 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা'র জাতীয় লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হবে, সফল হবে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস।

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সাধারণত পাঠ্যপুস্তক পড়ে। কিন্তু পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি তাদের অন্যান্য বইও পড়া দরকার। এজন্য অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এসএমসি সদস্য ও স্থানীয় জনগণই এ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি হতে পারে শ্রেণিভিত্তিক বা বিদ্যালয়ভিত্তিক। শ্রেণিভিত্তিক লাইব্রেরি শ্রেণিকক্ষের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংগঠন করা যেতে পারে। আবার বিদ্যালয়ভিত্তিক লাইব্রেরি বিদ্যালয়ের কোনো একটি নির্দিষ্ট কক্ষে অথবা প্রধান শিক্ষকের কক্ষের একপাশে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি খুব সাধারণভাবে সাজানো যেতে পারে। বই রাখার জন্য কয়েকটি বুক শেল্ফ, বসে পড়ার জন্য একটি টেবিল এবং কয়েকটি চেয়ার দিয়ে ছোট পরিসরে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। মেঝেতে মাদুর পেতেও শিক্ষার্থীদের বই পড়ার ব্যবস্থা করা যায়। আবার, বিদ্যালয়ে বেশি জায়গা থাকলে একটি বড় কক্ষে ৩-৪টি টেবিলের পাশে টুল ব্যবহার করা যেতে পারে। সেখানে বিষয়ভিত্তিক, যেমন- প্রকৃতি, সাধারণ স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আলাদা কর্নার করা যেতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সরকারের নির্দেশনাও রয়েছে। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

লাইব্রেরির উদ্দেশ্য

শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পড়তে শেখানো, শিখতে শেখানো। আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও অনেক বইপত্র পড়া দরকার। ইতিহাসের বই পড়ে অতীতের অনেক ঘটনা জানা যায়। বিজ্ঞানের বই থেকে জানা যায় নানা আবিষ্কারের কথা। ভ্রমণকাহিনি থেকেও জানা যায় দেশ-বিদেশের মানুষ ও নানা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিজে নিজে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলাই হলো স্কুল লাইব্রেরির অন্যতম উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ভিত্তিক লাইব্রেরিতে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি পাঠ্যক্রম সহায়ক উপকরণ থাকে, যেমন- ক্যালকুলেটর, কম্পিউটারসহ থাকে আরো নানা যোগাযোগ উপকরণ। এসব উপকরণ নাড়াচাড়া করে, ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা আধুনিক ধ্যান-ধারণা অর্জন করে এবং তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।

শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের লাইব্রেরি সংগঠন, ব্যবহার ও বই পড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারেন। লাইব্রেরিতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা জ্ঞান বাড়ানোর জন্য কাজে লাগে। যেমন-

- লাইব্রেরি সৃজনশীলতা ও চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটায়।
- শিশুর আগ্রহ ও কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি করে।
- লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীরা পছন্দের বই পড়ে আনন্দ পায়।
- লাইব্রেরি শিক্ষার্থীদের তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করে।
- লাইব্রেরি গঠন ও পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়ে এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা

লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিদ্যালয়কেই উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য ধাপে ধাপে কিছু কাজ করতে হবে। যেমন:

১. লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে কমিটি গঠন

২. লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান নির্বাচন

৩. সাধারণ কিছু আসবাবপত্র ও উপকরণ সংগ্রহ

৪. বইপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

৫. বইপত্র আদান-প্রদান এবং

৬. বইপড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন।

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এসব কাজ করতে হবে। পরিকল্পনা তৈরিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যদের যুক্ত করতে হবে। এ উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা জরুরি।

লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য ছাত্র ও শিক্ষক সমন্বয়ে কমিটি গঠন

বিদ্যালয়ভিত্তিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য কয়েকজন শিক্ষার্থী, ১-২ জন শিক্ষক ও এসএমসি সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উপর্যুক্ত কমিটি নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করবে:

- লাইব্রেরি সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা।
- লাইব্রেরির জন্য বইপত্র, আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা।
- লাইব্রেরির সুষ্ঠু পরিবেশ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ এবং বইপড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।
- সর্বোপরি লাইব্রেরির বইপত্র সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।

লাইব্রেরি সংগঠন ও স্থান নির্বাচন

লাইব্রেরি সংগঠন করার জন্য প্রথমে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কোনো কক্ষ, অফিস কক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের কক্ষের পাশে লাইব্রেরি সংগঠন করা যেতে পারে। তারপরেও যদি বিদ্যালয়ে কোনো অব্যবহৃত কক্ষ না থাকে, সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কোনো করিডোর বা ফাঁকা জায়গায় লাইব্রেরি সংগঠন করা যেতে পারে।

সাধারণ কিছু আসবাবপত্র ও উপকরণ সংগ্রহ

বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি সংগঠন করার জন্য কিছু সাধারণ আসবাবপত্র সংগ্রহ করতে হবে, যেমন - কয়েকটি বুক শেল্ফ, ছোট টেবিল, কিছু চেয়ার ইত্যাদি। বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোর ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। যেখানে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে আলো-বাতাস আছে, এমন কক্ষ বেছে নিতে হবে। এসব আসবাবপত্র স্থানীয় কমিউনিটি, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় সংগ্রহ করা যায়।

বইপত্র নির্বাচন ও সংগ্রহ

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য বই নির্বাচন ও ক্রয় করার ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণির পাঠ্যক্রম ও বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মিল রেখে বই ক্রয় করতে হবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপযোগী গল্প, ছড়া ও কবিতার বই, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত বই, পাঠ্যক্রম সহায়ক বই ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।
- শিশুদের আনন্দ পাওয়ার মতো, আগ্রহ তৈরিতে সহায়ক বই নির্বাচন করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং এলাকার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করা যেতে পারে।

- বই কেনার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের নেতা ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা লাইব্রেরিতে বই উপহার দিতে পারেন।
- বইয়ের পাশাপাশি লাইব্রেরিতে শিশু-কিশোর পত্রিকা সংগ্রহ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- লাইব্রেরিতে পেপার কাটিং ও দেয়াল-পত্রিকা সংগ্রহ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ

ঈদ, পূজা, বড়দিন, বৌদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে বা অন্য কোনো ছুটির সময় শহর-বন্দরে থাকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও গ্রামে আসেন। সে সময়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয়ে একটি সভা ডাকা যেতে পারে। সভায় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ করে আসবাবপত্র বা বই সংগ্রহে তাদের সহায়তা চাওয়া যেতে পারে। এভাবে বিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য সংগ্রহ করা যায় অনেক বই।

বইপত্র সংরক্ষণ

- লাইব্রেরির বই-এ নম্বর দিতে হবে এবং বই-এর উপরে বিদ্যালয়ের নাম অনুসারে সিল দিতে হবে।
- লাইব্রেরির বইগুলো শ্রেণিবিন্যাস করে বুক শেল্ফে সাজিয়ে রাখতে হবে।
- লাইব্রেরির বই সংরক্ষণের জন্য ক্যাটালগ কার্ড তৈরি করতে হবে। আদ্যাক্ষর অনুসারে ক্যাটালগ তৈরি করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরির বইপত্র সংরক্ষণ করার জন্য একজন ব্যক্তিকে সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। সুপারভাইজার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি লাইব্রেরি পরিচালনার জন্য সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন, ক্যাটালগ অনুযায়ী বইপত্র সাজাবেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ করবেন ও ফেরত নেবেন।

বই আদান-প্রদান

- লাইব্রেরির বইপত্র আদান-প্রদান এবং একই সঙ্গে লাইব্রেরি ব্যবহারের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া যেতে পারে। সপ্তাহে অন্তত ১-২ দিন নির্দিষ্ট করা, যাতে ঐ দিন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ লাইব্রেরি থেকে বই নিতে পারেন।

- প্রতিদিন টিফিনের সময়, সকালে ক্লাস শুরুর পূর্বে এবং সব ক্লাস শেষে বই পড়া বা বই আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- বই লেনদেনের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটি রেজিস্ট্রার খাতা ব্যবহার করবেন, যেখানে বই-এর নাম, লেখকের নাম, মুদ্রণ, প্রকাশকাল, তারিখ ইত্যাদি তথ্য উল্লেখ থাকবে।
- লাইব্রেরি থেকে নেওয়া বই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবার ফেরত দিতে হবে।
- সব শিক্ষার্থীর পঠনযোগ্যতা সমমানের নয়। যাদের পঠনদক্ষতা কম তাদের বই পাঠে আগ্রহী করার জন্য দলীয় পঠনের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে।
- লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যত্ন সহকারে পড়তে হবে। মনে রাখতে হবে, লাইব্রেরির বই নষ্ট হলে, ছিঁড়ে গেলে, হারিয়ে গেলে নিজেদের ক্ষতি।

বইপড়া প্রতিযোগিতা

- লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। সে ক্ষেত্রে যারা লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়বে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। বছর শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে বা যারা সবচেয়ে বেশি বই পড়বে পর্যায়ক্রমে তাদের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা যে বইটি পড়া শেষ করেছে, সেই বই সম্পর্কে ক্লাসে আলোচনা, গল্প বলা বা লেখার কাজ করানো যেতে পারে।

লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজ সংরক্ষণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পাঠসংশ্লিষ্ট বা পাঠবহির্ভূত বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ করে থাকে। যেমন- বিভিন্ন চার্ট ও ফ্ল্যাশকার্ড তৈরি করে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে দেয়াল পত্রিকা তৈরি করে। এছাড়াও শিশুরা মাটি ও বেতের বিভিন্ন সৌখিন জিনিসপত্র, কাপড় বা মাটির পুতুল, রঙিন কাগজ দিয়ে ফুল, ফল, উড়োজাহাজ, পাখা, পাতা ইত্যাদি তৈরি করে। শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে কাপড় ও সুতার কাজের মাধ্যমে বাহারি দেয়ালে ঝোলানোর সামগ্রী তৈরি করতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে উন্নীত এসব সৃজনশীল উপকরণও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। নিজের হাতে তৈরি করা এসব উপকরণ লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হলে শিশুদের হস্তশিল্প ও কারুশিল্পসহ অন্যান্য সৃজনশীল কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

লাইব্রেরিতে প্রশংসাপত্র, স্মারকপত্র, পুরস্কার সংরক্ষণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার, স্মারকপত্র, প্রশংসাপত্র সংরক্ষণের জন্য লাইব্রেরিতে একটি নির্দিষ্ট কর্নার তৈরি করা যায়। শিক্ষার্থীদের অর্জিত পুরস্কার বা স্মারকপত্র উপর্যুক্ত কর্নারে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এছাড়াও জেলা বা উপজেলাভিত্তিক শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বীকৃতি হিসেবে প্রাপ্ত স্মারকপত্র, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতা, হস্তশিল্প ও কারুশিল্পে অবদানের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অর্জিত পুরস্কারসমূহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

লাইব্রেরি দিবস উদযাপন

লাইব্রেরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও লাইব্রেরি পরিচালনা কমিটির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বছরের যে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিন লাইব্রেরি দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা যেতে পারে। ঐ দিন প্রধান শিক্ষকসহ স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ, অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা, লাইব্রেরির ব্যবহারবিধি, লাইব্রেরি সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। লাইব্রেরি দিবস উপলক্ষে একটি র‍্যালিও বের করা যেতে পারে। লাইব্রেরি দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকসহ স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে লাইব্রেরির জন্য বই, অর্থ ও অনুদান সংগ্রহ করা যেতে পারে। উপজেলা শিক্ষা অফিস ও জেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদেরও লাইব্রেরি দিবসে আমন্ত্রণ জানানো ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

লাইব্রেরি প্রদর্শন, ব্যবহারের নিয়ম ও উপকারিতা আলোচনা

বছরের প্রথম দিন বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে লাইব্রেরি ঘুরে দেখানো যেতে পারে। পাশাপাশি লাইব্রেরি ব্যবহারের নিয়ম ও উপকারিতা, বিশেষ ব্যক্তিত্বদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং লাইব্রেরি তৈরিতে যাঁদের অবদান আছে তাঁদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

লাইব্রেরির পরিবেশ

লাইব্রেরির জন্য একটি শুষ্ক জায়গা বেছে নিতে হবে। জায়গাটি যেন কোনোভাবেই স্যাঁতস্যাঁতে না হয়। তাহলে বইপত্র নষ্ট হতে পারে, বইপত্রে সহজেই পোকামাকড় আক্রমণ করতে পারে। ঘুন ও উইপোকা থেকে সাবধান হতে হবে। একবার যদি বইয়ের তাকে ঘুন ও উইপোকা ধরে তবে বইপত্র কেটে কুটিকুটি করে ফেলবে।

বুক-কর্নার

বিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরি করা সম্ভব না হলে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে বুক-কর্নার স্থাপন করার উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষার্থীরা টিফিন পিরিয়ডে বুক-কর্নারে শিশুতোষ বই ও পত্র-পত্রিকা পড়তে পারবে।

লাইব্রেরিকে বলা হয় জ্ঞানের রাজ্য। বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সকল জ্ঞান জমা থাকে লাইব্রেরিতে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি লাইব্রেরি থাকলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সামনে খুলে যায় জ্ঞানের দুয়ার।

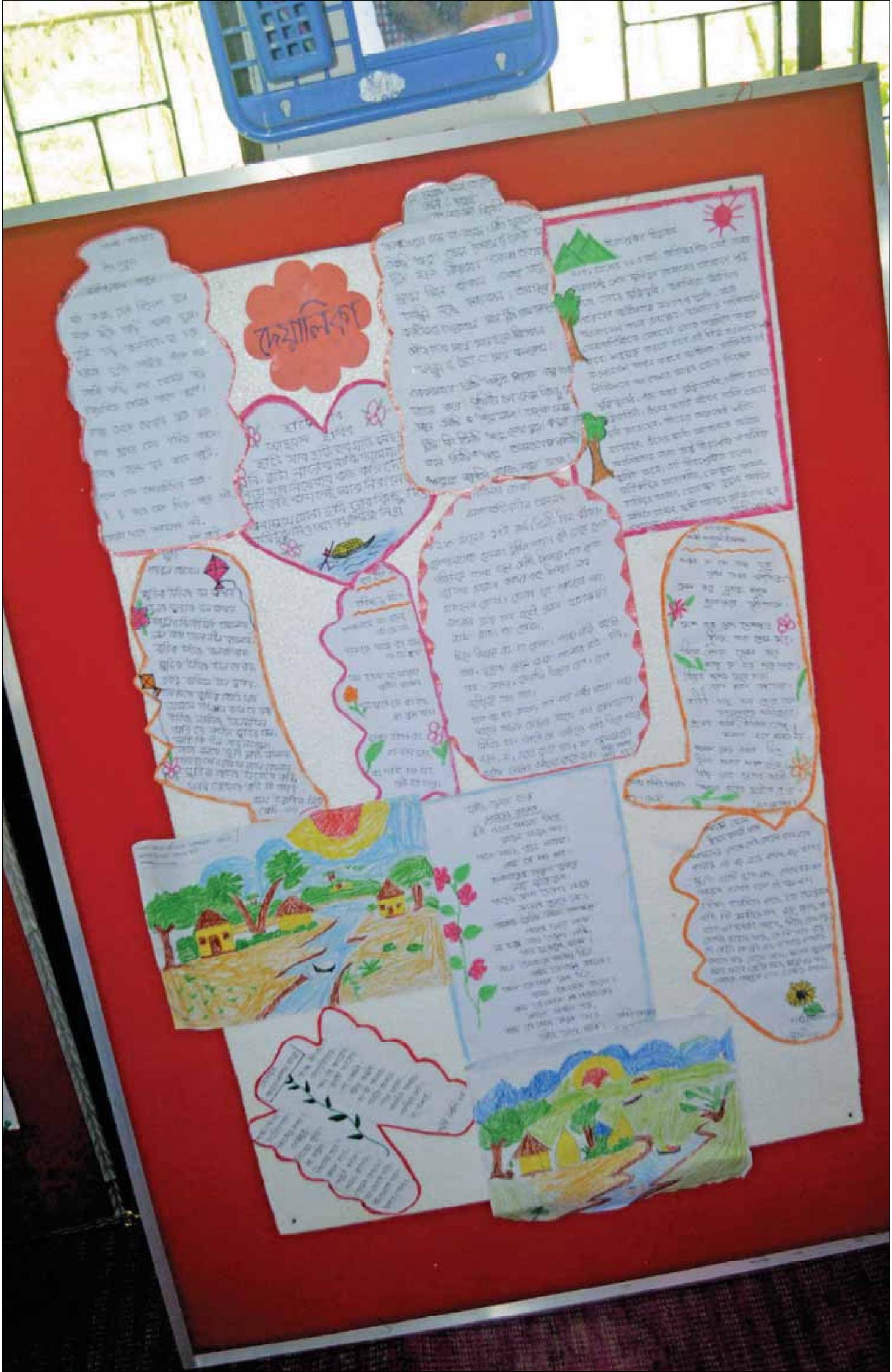

প্রকাশনায়

গণসাক্ষরতা অভিযান

সহায়তায়

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন